আমার ফ্ল্যাটে

পীযূষ রাউত

অন্য এক শহরে
আমার একটা ফ্ল্যাট আছে। সেই শহরে,
আমার ছেলেবেলার শহরে,
কিনে ফেলে রাখা সেই শূন্য ফ্ল্যাটে, বহুদিন পর,
আবার যাব। থাকবও বেশ কিছুদিন। সম্ভব হলে আমৃত্যু।
গিয়ে হয়তো দেখব অনেককিছুই বদলে গেছে। হয়তো
দেখব অনেককিছুই বদলে যায়নি। বরং
হতশ্রী হয়েছে আরও।
হয়তো দেখব ইংরেজি নামের ঐ ফ্ল্যাট বাড়িটি
পোশাক না বদলে একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কাজ শেষ না হওয়া
গ্রাউন্ড ফ্লোরের গা ঘেঁষে তৈরি হয়েছে হাজারটা ডাস্টবিন।
বদলে যাওয়ার অঢেল সম্ভাবনা থাকলেও
দেখব কিছুই ঘটেনি।

ফ্ল্যাট!
কোন ও কোনও প্রোমোটার স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। ক্রেতাকে
আকর্ষণ করতে নীল নকশা মেলে ধরে
স্বপ্নের সিরিজ দেখায়।
আট ন'বছরের আগে
আবেগ বিহ্বল, নাকি অভিনয়তাড়িত যুবক প্রোমোটার
বলেছিলেন— পাঁচ বছর পর এই ডোবা সন্নিহিত বিতিকিচ্ছিরি জায়গাটিকে
চিনবেনই না।
আবেগবিহ্বল মুর্খ আমি সেই স্বপ্নকে ফেভিকল দিয়ে
এঁটে রেখেছিলুম।
পাঁচ বছর সেই কবেই শেষ হয়ে গেছে। হয়নি কিছুই।
এখন ভরা শ্রাবণ।
গিয়ে হয়তো দেখব আমার বেডরূ ম হয়ে গেছে
একটা পুকুর

নক্ষত্র আলো

ব্রজকুমার সরকার

আমাদের একটুই আশা।
চারিদিকে এতো নক্ষত্রের সমাবেশ!
নানা রঙের নক্ষত্রজাতক...
আমি তো সামান্য পথিক, আমার
পাথেয় কেবল ধুসর সাদা ধুলোবালি,
কিছু নুড়ি ও পাথর।
আমার আকাশে কোন নক্ষত্র আসেনা।
কখনো সখনো দুরবাসী জ্যোতিষ্কের ক্ষীণ
আলোরেখা এসে ছুঁয়ে যায়
আমার চোখের পাতা...

কোথায় বসত করে ঐসব নক্ষত্রমানুষ?
এতো রঙ, বর্ণ, এমন চমক!
কোথা থেকে আসে এই ঝলকানি,
জানেনা নক্ষত্রমানুষ।
হে ঈশ্বর
এদেরকে তুমি আকাশ দাও,
এতে স্থাপন করো একটি
নিরীহ, ক্ষমাশীল মোমবাতি...

বিকাশ গায়েন

বীজ

আমি শস্যের দানা তুই ভিজে মাটি
গাছ থেকে পড়ে গড়িয়ে গিয়েছি
পাখি তুলে নিল ঠোঁটে
পুরোটা খায়নি — ফেলে যাওয়া তার
অর্ধভুক্তাবশেষ
জল কাদা মাখে, বেপথু হারায়
কুয়াশাজড়িত ভোর
ডেকে বলে ওঠে : এই ধেড়ে খোকা, কী নাম দেব রে
তোর?
ছেলে কী বলবে?
জন্ম অবধি ঠোক্কর খেতে খেতে
সে তো বুঝে গেছে প্রস্তুত নয় এখনও আবাদভূমি।
চারপাশ জুড়ে পড়ে থাকা যত
লাল নীল সাদা কালো কালো অক্ষরে
জল পড়ে, পাতা নড়ে।

কবে যে আসবে চাষী
পোকামাকণের হাত থেকে বীজ শুধু আগলিয়ে রাখি

পিকনিক

সৌরভ মুখোপাধ্যায়

অনেক আশ্চর্য হলো, এবার ফুলের সাথে শুই!
হাসি, ঠাট্টা, রাগ, দুঃখ, নানাবিধ আইনকানুন
তারিয়ে তারিয়ে খাই। কাঁচালঙ্কা, নুন সহযোগে।

আশ্চর্য অনেক হলো। এবার অক্ষর নিয়ে শুয়ে
মিলিয়ে মিলিয়ে খেলি। বাহান্ন ড্রপের মেগা খেলা
রঙে রঙ্ এবারই তো! গেড়ে বসি, আমোদে - আহ্লাদে।

হলো তো অনেক। তবে পাতায় পাতায় মিলেমিশে
মেশাও কীভাবে দেখি! যেভাবে জলের সাথে জল
মিশে যায়! তেলে তেল। হাতে হাত! মানুষে মানুষ।

রাত্রির গান

প্রদীপচন্দ্র বসু

রাত্রির প্রথম প্রহরে বাড়ি ফিরি
রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর থেকে আমি একা,
একা ঘর, একা ফ্ল্যাট, বাইরে বাগান, হ্যালোজেন আলো...
সব যেন ঝিম ধরে জেগে থাকে
একা হহে হতে আমি বিন্দুতে মিলিয়ে যাই।

অন্ধকার আরও অন্ধ হয়, তরল জ্যোৎস্নায় মিশে
ধীরে ধীরে কাঠিন্য হারায়,
রাত্রির তৃতীয় প্রহরে ভোর ভেবে ডেকে ওঠে পাখি।

ঘুম ভেঙে গেলে আমি
বিছানার থেকে নামি, আলো জ্বালি বাথরুমে
জানালার গ্রিল দিয়ে দেখি,
রাত্রিও খুব একা
চারদিকে শ্বাসকষ্ট, রহস্য শূন্যতায়ময়!

বিছানায় ফিরে এলে
প্রথম রাত্রির চেয়ে চতুর্থ প্রহর
আরও জোরে চেপে ধরে টানটান চোখ।